সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মুজিবনগরের শ্যামলের মাথা উদ্ধার

রাজবাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়া মুজিবনগরের একই পরিবারের তিনজনের মধ্যে শ্যামল মন্ডলের মাথা উদ্ধার করেছে রাজবাড়ি পুলিশ। গত রবিবার সকালে দুর্ঘটনার পর শ্যামল মন্ডলের দেহ উদ্ধার করা গেলেও মাথা নিখোঁজ ছিল। সোমবার সকাল ৯টার দিকে দুর্ঘটনাকবলীত ট্রাকের নিচে থেকে তার মাথাটি উদ্ধার করা হয়।

পরে মুজিবনগরের বল্লবপুর থেকে নিহত শ্যামল মন্ডলের পরিবারের লোকজন গিয়ে তার মাথাটি নিয়ে আসে। বিকালে খিষ্ট্র ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মাথাটি বল্লভপুর কবর স্থানে দাফন করা হয়।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের শংকর বিশ্বাস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গতকালের দুর্ঘটনার সময় শ্যামল মন্ডলের মাথা বিচ্ছিন্ন থাকায় খুজে পেয়েছিলাম না। আমরা মাথাবিহীন দেহ নিয়ে এসে স্থানীয় কবর স্থানে দাফন করি। সোমবার মাথাটি উদ্ধারের পর সেটি আবার একই কবর স্থানে দাফন করা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত বিপুল বিশ্বাস ও তার শাশুড়ী ডেজিনা নিজ বাড়ি বল্লভপুর ফিরেছে এবং কার চালক রাজন বর্তমানে ঢাকার এনাম মেডিকেলের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছে।

এদিকে একই পরিবারের তিনজনকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরিবারের অন্য সদস্যরা। এছাড়াও গ্রামজুড়ে চলছে শোকের মাতম। এতবড় দুর্ঘটনা যেন কেউ মেনে নিতে পারছে না। দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরা বিপুল বিশ্বাস পরিবার হারানোর শোকে বার বার মুর্ছে পড়ছেন। উল্লেখ্য, গত রবিবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে রাজবাড়ি সদর উপজেলার খানখানাপুর ছোটব্রিজ এলাকায় ট্রাক ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে ৪ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়। নিহতরা হলেন মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের একই পরিবারের বাগোয়ান ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাসের ছোট ভায় বিপুল বিশ্বাসের স্ত্রী সূব্রতা(৩০), ছেলে নিশান(৬) শ্যালক শ্যামল মন্ডল(২৬) এবং ট্রাকের হেলপার। আহতরা হলেন, বিপুল বিশ্বাস ও তার শাশুড়ি ডেজিনা এবং কার চালক রাজন।

মেপ্র/এমএফআর

আপডেটঃ মেহেরপুরের একই পরিবারের যে ৪ জন নিহত

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামের ৪ জন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা নিহত হলেন, শংকর বিশ্বাসের ছোট ভাই বিপুল বিশ্বাসের এর স্ত্রী সূব্রতা (৩০), ছেলে নিশান (৬), শাশুড়ি ডেজিনা (৫০), এবং শ্যালক শ্যামল (২৬)।

এ দুর্ঘটনায় বিপুল ও চালক বল্লবপুর গ্রামের সুকুমার এর ছেলে রাজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত বিপুল বিশ্বাস এর ভাই ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, আজ সকাল ৭ টার দিকে একটি প্রাইভেট কার যোগে ঢাকার উদ্দেশ্য যাচ্ছিল সবাই। এ সময় সকাল ১০টার দিকে গোয়ালন্দ- ঢাকা সড়কে পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৪ জন মারা যায়।

নিহতদের লাশ আনতে পরিবার থেকে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্য রওনা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলীত প্রাইভেট কার ও নিহতদের গোয়ালন্দ পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের ৪ নিহত

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামের ৪ জন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা নিহত হলেন, শংকর বিশ্বাসের ছোট ভাই বিপুল বিশ্বাসের এর স্ত্রী সূব্রতা (৩০), ছেলে নিশান (৬), শাশুড়ি ডেজিনা (৫০), এবং শ্যালক শ্যামল (২৬)।

এ দুর্ঘটনায় বিপুল ও চালক বল্লবপুর গ্রামের সুকুমার এর ছেলে রাজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত বিপুল বিশ্বাস এর ভাই ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, আজ সকাল ৭ টার দিকে একটি প্রাইভেট কার যোগে ঢাকার উদ্দেশ্য যাচ্ছিল সবাই। এ সময় সকাল ১০টার দিকে গোয়ালন্দ- ঢাকা সড়কে পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৪ জন মারা যায়।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে শ্যামলী পরিবহনের ধাক্কায় শিশু নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে শ্যামলী পরিবহনের ধাক্কায় খাদিজা খাতুন (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে মেহেরপুর থেকে ঢাকাগামী শ্যামলী পরিবহনের ঢাকা মেট্রো ব ১৪-৬০-৬৭ নম্বরের একটি বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান গাড়ির নম্বর পাওয়া গেছে গাড়িটি আটকের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর

সাংবাদিক শাহীন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাবেক গাংনী প্রতিনিধি ও বর্তমান প্রেস হাউস ও দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার সাংবাদিক সিদ্দিকী শাহীন মারাত্মক আহত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী চোখতোলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ সময় মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আহত সাংবাদিক কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন।

সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সাংবাদিক শাহিনের হাত-পাসহ বিভিন্ন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তার সুস্থতা কামনা করেছে মেহেরপুরের সাংবাদিকবৃন্দ সহ সুশীল সমাজ।

গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু নিহত

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে দ্রুতগামি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাদিক হোসেন (৭) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত সাদিক গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের সম্রাট আলীর ছেলে।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এর আগে দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল গ্রামে দ্রæতগামি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু সাদিক আহত হয়েছিল।

স্থানীয় যুবক সোহেল রানা জানান শিশু সাদিক তেরাইল গ্রামের একটি সড়ক পার হচ্ছিল। এসময় গাংনী গাংনী উপজেলা শহরের দিক থেকে আসা

দ্রুতগামি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে, গুরুতর ভাবে আহত হয়।

পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়। এসময় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে, সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাজীব হোসেন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজিব হোসেন ভেড়ামারা সাতবাড়ীয়া খাঁনপাড়া এলাকার মতলেবের ছেলে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) আল বেরুনী জানান, রাতে ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে অটোরিক্সার সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাংবাদিক পারভেজ আহত

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাংবাদিক পারভেজ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্টান্ড সংলগ্ন বিআরটিসি টিকেট কাউন্টারের সামনে মুখোমুখি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন।

এতে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল টি মারাত্বক ভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পরিবারের পক্ষ থেকে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।

অসুস্থ বাবাকে দেখা হলোনা হালিমার…

অসুস্থ বাবাকে দেখতে যেতে মেহেরপুর সদর উপজেলার মহাজনপুর সড়কের কোলা গ্রামে মোটরসাইকেল-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালো হালিমা খাতুন (৩০) নামের এক মহিলা।

বুধবার সকাল ৮টার দিকে কোলা গ্রামের ফাতেমা নার্সারির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত হালিমা স্বামী ইজারুল ইসলাম গুরতর জখম হয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রাম থেকে ইজারুল ইসলাম ও তার স্ত্রী হালিমা খাতুন কে নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে অসুস্থ শ্বশুর কে দেখতে সদর উপজেলার রাইপুরে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে একটি একটি ইজিবাইক কোমরপুরে যাচ্ছিল। কোলা গ্রামের ফাতেমা নার্সারির সামনে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলের সাথে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই হালিমা খাতুনের

মৃত্যু হয়। ইজারুলের ইসলামের একটি হাত ভেঙে যাওয়া সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়েছে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ও মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের পৃথক দুটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠিয়েছে।

হাসপাতালে বেডে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে নুপুর

হাসপাতালের বেডে মৃত্যু যন্ত্রনায় দিন পার করছে নুপুর। মাটি বোঝাই ট্রাকটরের নিচে পড়ে থেতলে গেছে তার শরীরের ডান পাশ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ফেরত এসে মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকে কাতরাচ্ছে। সেই সাথে আহত মেয়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে হাফিয়ে উঠেছে তার পরিবার।

নুপুর শোলমারী গ্রামের পাঠানপাড়ার নজরুল ইসলামের মেয়ে। সে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর মেধাবি ছাত্রী। মোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান জানান, গত ২ এপ্রিল সন্ধায় মেহেরপুর সদর উপজেলার রুদ্রনগর গ্রাম থেকে শোলমারী তার নিজ গ্রামে ফেরার পথে মাটি বোঝাই ট্রাকটরের নিচে পড়ে রক্তাক্ত জমখ হয়। এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কুষ্টিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেরেফার্ড করা হয়। এক সপ্তাহ সেখানে চিকিৎসা দেওয়ার পর ডাক্তার তাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে বলে। অসহায় পরিবার উপায় না পেয়ে মেহেরপুরে ফেরত নিয়ে আসে। বর্তমানে নুপুর মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকের ২য় তলায় ১নং কেবিনে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

নুপুরের পিতা নজরুল ইসলাম জানান, নুপুরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছোটা ছুটি করেছি। ইতি মধ্যে প্রায় ২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

তার প্রতিদিন এক ব্যাগ (এবি পজিটিভ) রক্ত লাগছে যা কিনে দিতে হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার ওষুধ লাগছে। আমি গরিব মানুষ এতো আমার যা ছিল সব শেষ। আমি বুঝতে পারছিনা আমার মেয়েকে আমি কিভাবে বাঁচাবো।

নুপুরের চাচি পারভিনা খাতুন জানান, আজ প্রায় ৮দিন হতে চললো নুপুরের দুর্ঘটনা। পরিবারের সর্বোচ্চ বিলিন করে তার চিকিৎসা করানো হচ্ছে। ডা. তাহের বলেছে প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হবে পরোপুরি ভালো হতে।

তাহের ক্লিনিকের সেবিকা সোনালী খাতুন জানান, তার ক্ষতস্থানে প্রতিদিন ড্রেসিং করা হচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় এখন ভালো আছে। ডা. তাহের জানান, রোগীর বর্তমান অবস্থা অনেক ভালো। তার জীবন নিয়ে আর কোন শঙ্কা নেই। আল্লাহর রহমতে সে ধিরে ধিরে সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু তার বেশ কয়েকটা অপারেশন করতে হবে। এতে প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ হতে পারে। পুরোপুরি সেরে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

শোলমারী গ্রামের ইউপি সদস্য আক্তারুল ইসলাম জানান, রুদ্রনগর গ্রামের বুলু নামের এক ট্রাকটর ড্রাইভারের গাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ড্রাইভার বুলু রোগীর খোজ খবর নিচ্ছে। আজকেও আমার কাছে এসেছিল সে বলেছে রোগীর জন্য যতটুকু সম্ভব আমি সাহায্য করবো।